হজ্জ ও উমরা

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

লেখক

আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

সাবেক শিক্ষক: মাসজিদে নাবাবি ও হজ্জযাত্রীদের পথপ্রদর্শক

সম্পাদনা

শায়খ আনিসুর রহমান উমরি মাদানি

ও

শায়খ ত্বহা সাঈদ খালিদ উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

আব্দুল হালিম বুখারি

AskIslamPedia

GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ
لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নিমাতা লাকা
ওয়ালমুল্‌ক লা শারি-কা লাক

অবতরণিকা

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَاً، أَمّا بَعْدُ:

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৯৭, সহি বুখারি: ৪) আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদত ফরজ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে হজ্জ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য বান্দারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য একটাই, আল্লাহ্‌ যেন তার উপর সন্তুষ্ট হন।

যে-কোনো আমলের কবুল হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে: (১) ইখলাস, অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কর্মসম্পাদন। (২) সেই কর্ম আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে হতে হবে। এর সারমর্ম এই যে, হজ্জ পালনকারীকে শির্‌ক, প্রদর্শনী, বিদআত আর যাবতীয় নাফারমানি থেকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকতে হবে আর যথাসাধ্য আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে হবে।

রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" خذوا عني مناسككم "

(সাহিহুল জামি': ৭৮৮২) অর্থাৎ- তোমরা আমার কাছে হজ্জের বিধিনিয়ম শেখো।

এই পুস্তিকাখানা রচনার উদ্দেশ্যে হলো যে, হজ্জ পালনকারী এটা পড়ে বিশুদ্ধভাবে তার হজ্জ পালন করতে পারেন।

সংকলনের কারণ: হজ্জ মৌসুমে সৌদি আরবের হারমাইন অর্গানাইজেশন কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মাসজিদে নাবাবির পাদদেশে বক্তব্য দেওয়ার এবং হজ্জ যাত্রীদের নিয়মিত পথপ্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছেন। সেই সময় হজ্জ যাত্রীদের সমস্যাগুলো আমার সামনে আসে। হজ্জ ও উমরার বিধি-নিষেধ না জানার কারণে তাঁদের যেসব অসুবিধে হয়, সেগুলো বুঝতে পারি। তাই জনসাধারণের সুবিধার জন্য এই বিষয়ে পুস্তিকাটি লেখার সঙ্কল্প করি, আলহামদুলিল্লাহ।

বিশেষত্ব: এই পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত সহজ -সরল এবং সাবলীল ভাষায় হজ্জ ও উমরার সমস্ত বিধি-বিধান, আমল ও ফজিলত তুলে ধরা হয়েছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, সংখ্যা ও ছবির মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে করে হজ্জযাত্রীরা এটাকে গাইড ও নির্দেশিকা হিসেবে সাথে রাখে আর এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন: এই পুস্তিকা সংকলনে সহায়ক সকল উলামায়ে কেরাম ও বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমি শায়খ আনিসুর রহমান উমরি মাদানি ও শায়খ ত্বহা সাঈদ খালিদ উমরি মাদানির কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আস্‌ক ইসলাম পিডিয়ার সাথে জড়িত সকল ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে জনাব মানসুর, জনাব রাফী', শায়খ আব্দুল্লাহ্ উমরি, শায়খ

উসমান উমরি, শায়খ নুরুদ্দিন উমরি, শায়খ আব্দুল ওয়াসি' উমরি, শায়খ মুঈনুদ্দিন উমরি, শায়খ আব্দুর রহমান উমরি মাদানি, মুহাম্মাদ মাজিদ উমরি, মুহাম্মাদ মুজাহিদ উমরি, জনাব আব্দুল্লাহ্ বাজির এবং তাঁদের পরিবার আর রোমান ইংলিশে অনুবাদক জনাব ফাহীম, জনাব জাভেদ, ড. যাকিউর রহমান ও আরশাদ বাশীর মাদানির পত্নী নাসরীন ফাতেমার আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। একইভাবে বইটি ভিডিও ও মুবাইল এপে উপস্থাপন করেছেন জনাব নেজামুদ্দিন, জনাব আব্দুর রহমান, মুশ্তাক আহমাদ এবং ইশতিয়াক আহমাদ। আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমার এই অবস্থানের পেছনে কৃতিত্ব রয়েছে জামিয়া দারুস সালাম উমারাবাদ এবং জামিতা ইসলামিয়া মাদিনার শিক্ষকমণ্ডলীর। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দুআ: পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ্তাআলার একটি বিশেষ ইবাদত পালনের বিষয়গুলোকে সহজ্জ বোধ্য করে তোলার যে প্রয়াস আমি করেছি, আল্লাহ্ তা কবুল করুন আর আমার, আমার পিতামাতার, পরিবারের এবং সমস্ত সহায়কদের মুক্তির পাথেয় করুন। আমীন!

বিনীত- আরশাদ বাশীর উমরি মাদানি

পুস্তিকা সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অভিমত

১। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ ইসলামি সংস্থা "IslamHouse.com" পক্ষ থেকে এই পুস্তিকাটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোত্তম সংকলন হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, "এই পুস্তিকায় শায়খ হাফেজ আরশাদ বাশীর মাদানি হজ্জ ও উমরার ফজিলত, আমল, বিধিবিধান অত্যন্ত সহজ্জ -সরল ও সাবলীল ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি পয়েন্ট, ক্রমিকসংখ্যা, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়বস্তু তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। হজ্জ যাত্রীরা যেন এই বইটি নিজের কাছে গাইড হিসেবে রেখে সমৃদ্ধ হতে পারেন, এই প্রয়াস তিনি করেছেন। আমার দৃষ্টিতে উর্দু ভাষায় চিত্রাকারে হজ্জ ও উমরার নির্দেশিকাস্বরূপ এটা সর্বোত্তম সংকলন"।

২। আলহামদুলিল্লাহ্, পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ইসলামি সংস্থা "kitabosunnat.com" ও এই পুস্তিকাটির প্রশংসা করেছে।

৩। "আলহামদুলিল্লাহ, এই বইটি সত্যিই পথনির্দেশিকা"।

শায়খ আনিসুর রহমান আযামি উমরি মাদানি

৪। "আলহামদুলিল্লাহ্, এই বইটি অত্যন্ত ফলপ্রসু"।

শায়খ ত্বহা সাঈদ খালিদ উমরি মাদানি

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

হজ্জকালীন প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর	
Ambulance	997
Hospital	+96625361280, 5380891, 5367398
Rescue Emergency	911, 112 & 08
Police	999
Traffic	993
Fire	998

স্মরণ রাখার জন্য:

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

মনে রাখবেন, এই বইয়ের ২৪টি পয়েন্ট উমরার আর ২৫টি পয়েন্ট হজ্জের সম্পূর্ণ করতে হবে।

বিষয়বস্তু	
1	হজ্জ ও উমরার চেকলিস্ট
2	হজ্জ ও উমরার আরকান, ওয়াজিব, নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত কার্যসমূহ
3	উমরার নিয়ম
4	হজ্জের নিয়ম
5	মদিনার পবিত্র সফর

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

উমরার চেকলিস্ট

১। পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রেখে, আপনি কি মীকাত পৌঁছে (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান) বলে উমরার নিয়ত করেছেন?

২। আপনি কি ইহরাম পরেছেন? আশা করি, তার নিয়মনীতি ও শিষ্টাচারের দিকে খেয়াল রেখেছেন।

৩। আপনার কি তালবিয়া মনে আছে?

" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"

৪। আপনি কি মসজিদে হারামে প্রবেশের বিধিনিয়ম মেনে চলছেন আর দুআ পড়ছেন?

৫। তাওয়াফে কুদুম (প্রথম তাওয়াফ) শুরু করার আগে ইযতিবা' (ইহরামের কাপড়কে ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার দুটো পার্শ্বই বাম কাঁধের উপর রাখা) করতে ভুলবেন না।

৬। আপনি কি হাজারে আসওয়াদে চুম্বন দিয়ে বা স্পর্শ করে বা ইশারা করে তাওয়াফ শুরু করেছেন?

৭। আপনি কি জানেন যে, রামাল (প্রথম তিনবার দ্রুত হাঁটা) পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।

৮। আপনি তাওয়াফের সাতবার প্রদক্ষীণ করে দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন? (উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক চক্করে ভিন্ন ভিন্ন দুআ নেই। অবশ্য কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দুআসমূহ এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন)। আশা করি, আপনি রুকনে ইয়ামানি ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে প্রত্যেক চক্করে

"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
" পড়েছেন।

৯। তাওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহিমে বা যেখানে জায়গা পাবেন, দুই রাকাত নামায পড়তে ভুলবেন না। আপনি কি নামাযের পর যমযমের পানি খেয়েছেন?

১০। আপনি সাফা থেকে সাঈ শরু করে সাত চক্কর লাগিয়েছেন? শিষ্টাচার ও দুআ ভুলবেন না। পুরুষরা সবুজ চিহ্নগুলোর মাঝে দ্রুত হাঁটতে ভুলবেন না।

১১। সাঈর পর পুরুষরা তাদের মাথা মুণ্ডন করবেন আর মহিলারা আঙুলের এক গিট পরিমাণ তাঁদের চুল কেটে ফেলবেন।

হজ্জের চেকলিস্ট

১। আপনি কি ৮ই যুল-হিজ্জায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন? (আপনার বাসস্থান বা মীকাত থেকে)

২। মনে মনে হজ্জের নিয়ত করার পর আপনি কি 'আল্লাহুম লাব্বাইকা হাজ্জান' মুখে উচ্চারণ করেছেন? অবিরাম তালবিয়া পড়তে থাকুন।

৩। আপনি কি মিনায় জোহরের নামায কসর আদায় করেছেন? (একইভাবে বাকি নামাজগুলোও যথাসময়ে আদায় করেছেন?)

৪। আপনি কি মিনায় ৮ই যুল-হিজ্জার রাত কাটিয়েছেন?

৫। মনে রাখতে হবে যে, ৯ই যুল-হিজ্জাহ সূর্যোদয়ের পর তালবিয়াহ, তাকিবীর ও তাসবীহ পড়তে পড়তে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

৬। মনে রাখবেন, যোহরের সময় আরাফার ময়দানে ইমামের মুখে হজ্জের খুতবা শুনতে হবে (যদি সম্ভব হয়)।

৭। খুৎবার পর যোহরের সময় যোহর ও আসরের নামায জামাআত (একত্রে) আর কসর করে আদায় করবেন।

৮। আরাফার দিন বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

৯। যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করার পর কেবলামুখী হয়ে দুআ করা বাঞ্ছনীয়।

১০। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়েই শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

১১। মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায জমা ও কসর করে আদায় করতে হবে।

১২। এই রাত মুযদালিফায় আরামে কাটাতে হবে।

১৩। ১০ই যুল-হিজ্জা সূর্যোদয়ের পর শান্তভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন।

১৪। সূর্যোদয়ের পর জামারায়ে আকাবায় (বড়ো জামারায়) সাতটি পাথর মারুন।

১৫। পাথর ছুঁড়ার পর কুরবানি করুন।

১৬। কুরবানির পর মাথার চুল ছেঁটে ফেলুন বা ছোটো করুন আর ইহরামের কাপড় খুলে সাধারণ পোশাক পরে হালাল হয়ে যান।

১৭। মিনা থেকে মক্কা গিয়ে তাওয়াফে ইফাযা করুন, যমযম পান করুন আর সাঈ করে মিনা ফিরে যান।

ASK ISLAMPEDIA GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION Free Online Islamic Encyclopedia

১৮। আইয়ামে তাশরীক (১০ থেকে ১৩ যুল-হিজ্জা)-এর রাতগুলো মিনায় কাটানো উচিত আর এই দিনগুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর (দুপুরের পর) জামারাতে পাথর মারা বাঞ্ছনীয়।

১৯। ১২ই যুল-হিজ্জায় সূর্যাস্তের পূর্বে অথবা ১৩ই যুল-হিজ্জার রাত মিনায় কাটিয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথর মেরে মিনা থেকে প্রস্থান করতে হবে।

২০। মক্কা থেকে প্রস্থান করার আগে বিদায়ী তওয়াফ করতে ভুলবেন না।

হজ্জ ও উমরার আরকান, ওয়াজিব, নিষিদ্ধ আর অনুমোদিত কার্যসমূহের বিবরণ

আরকান ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য

- নোট: হজ্জ ও উমরাহ রুকন ছাড়া সম্পন্ন হবে না।
- নোট: ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাতসারে ওয়াজিব বাদ পড়লে ছাগল জবাই করে ক্ষতিপূরণ করা যাবে। যাকে হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করতে হবে আর মক্কার গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। হজ্জ পালনকারী নিজে তাথেকে কিছুই খেতে পারবেন না।[1]

হজ্জের শর্তাবলী

[1] মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল হাজ্জ, অধ্যায়: যে ব্যক্তি হজ্জের কার্যসমূহের মধ্যে কিছু ভুলে যায়, ৯৪০

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

১। ইসলাম: কারণ কাফের হজ্জ করলেও তার হজ্জ কবুল হবে না।

২। বয়ঃসন্ধি: কেননা নাবালক ছেলে-মেয়েদের উপর হজ্জ ফরজ নয় আর শিশু বয়ঃসন্ধির আগে হজ্জ করলে তার হজ্জ বৈধ এবং সেটা তার জন্য নফল হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সক্ষম হলে তাকে আবার হজ্জ আদায় করতে হবে। কারণ, বয়ঃসন্ধির আগে হজ্জ করলেও তার অপরিহার্যতা আদায় হয় না।

৩। জ্ঞান: কারণ, পাগল ব্যক্তি নিয়ত এবং অন্যান্য রুক্ন আদায় করতে অক্ষম।

৪। সামর্থ্য: বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাতায়াতের আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে। শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করিয়ে নেবেন (হাজ্জে বাদাল)।

বি.দ্র.: মহিলারদের জন্য মাহরাম থাকা জরুরি। এটা তাদের সামর্থ্যের অন্তর্ভূক্ত। যদি কোনো মহিলার মাহরাম না থাকে, তাহলে তার জন্য হজ্জ ফরজ নয়। আর যদি কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়া হজ্জ করে, তাহলে তার হজ্জ তো হয়ে যাবে, কিন্তু পাপী হবে। তাকে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে।

হজ্জের আরকান:

হজ্জের আরকান:

১। ইহরাম বাঁধা, অর্থাৎ হজ্জ শুরু করার নিয়ত করা।
২। ৯ই যুল-হিজ্জা দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।
৩। ১০ই যুল-হিজ্জা বা তার পরে তাওয়াফে যিয়ারাত করা।
৪। স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করা।

হজ্জের ওয়াজিব কার্যাবলী:

১। নিজ বাসগৃহ বা মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে সশব্দে নিয়ত করা।
২। ৯ই যুল-হিজ্জা মাগরিব পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।
৩। ১০ই যুল-হিজ্জার রাত মুযদালিফায় যাপন করা।
৪। ১০ই যুল-হিজ্জা কুরবানি করে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছেঁটে ফেলা।

বি.দ্র.: একাংশ আলেমের মতানুযায়ী এটা আরকানের অন্তর্ভুক্ত।

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

৫। ১০ই যুল-হিজ্জায় শুধু বড়ো জামারায় আর ১১ ও ১২ যুল-হিজ্জায় তিনটিই জামারায় যথাক্রমে সাত-সাতটি করে পাথর ছোঁড়া। ১৩ই যুল-হিজ্জা যাঁরা মিনায় রাত কাটাবেন, তাঁরা সেইদিনও তিনটিই জামারায় পাথর ছুঁড়বেন।
৬। ১১ ও ১২ই যুল-হিজ্জার রাত মিনায় যাপন করা। আর ১৩ তারিখের রাতও মিনায় কাটানো যেতে পারে।
৭। বিদায়ী তওয়াফ করা।

উমরার আরকান:

১। ইহরাম বাঁধা, অর্থাৎ উমরা করার জন্য অন্তর থেকে নিয়ত করা।[1]

২। বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা।[2]

৩। স্বাফা- মারওয়ার সাঈ করা।[3]

উমরার ওয়াজিব কার্যাবলী:

১। মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে সশব্দে নিয়ত করা।

২। সম্পূর্ণ মাথার চুল ছেঁটে ফেলা বা মুণ্ডন করা।[4]

বি.দ্র.: একাংশ আলেমর মতানুযায়ী এটা আরকানের অন্তর্ভুক্ত।

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

[1] সহি মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: ইফরাদ ও কিরান হজ ও উমরা, ১২৩২

[2] সহি মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: উট বা বাহনে চড়ে তওয়াফ করা। ১২৭৫

[3] সহি বুখারি, অধ্যায়: হজ্জ, অনেচ্ছে: উমরাকারী কখন হালাল হবে, ১৭৯৩

[4] সুনানে নাসায়ী, অধ্যায়: মানাসিক, উমরাকারী কোথায় চুল ছোটো করবে, হা. ২৯৮৭, হাদিসটি সহি।

ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী ও সেগুলোর কাফফারা		
ছবি	নিষিদ্ধ কাজ	কাফফারা
	১। মাথা বা শরীরের যে-কোনো অঙ্গের চুল সজ্ঞানে কাটা বা মুণ্ডন করা।	এই পাঁচটির মধ্যে যদি কিছু ভুলবশত বা ভুলে গিয়ে ঘটে যায়, তাহলে কোনো কাফফারা লাগবে না। আর যদি কেউ জেনেবুঝে কিছু করে ফেলে তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হলো: তিনদিন রোজা রাখতে হবে, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে, আর না হয় একটা দাম দিতে হবে (একটা ছাগল জবেহ করতে হবে)। (সূরা বাকারা, ১৯২।)
	২। নখ কাটা।	
	৩। সুগন্ধির ব্যবহার।	
	৪। পুরুষের জন্য টুপি বা পাগড়ি কিংবা অন্য যে-কোনো জিনিস দিয়ে মাথা আবৃত করা।	
	৫। পুরুষের জন্য শরীরের গঠন অনুযায়ী বানানো বা সেলাই করা কোনো পোশাক পরা (যেমন- পায়জামা-পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, কোট, সোয়েটার, প্যান্ট ইত্যাদি) আর মহিলাদের জন্য	

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

	দাস্তানা ও নেকাব পরা।[1]	
	৬। কোনো জীবজন্তু শিকার করা বা শিকার করতে সাহায্য করা।	শিকার করা সেই জন্তুর সমপরিমাণ গরু বা উট বা ছাগল জবেহ করতে হবে, অথবা কয়েকজন দরীদ্রকে খাওয়াতে হবে অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখতে হবে।
	৭। বিয়ে করা বা করানো।	তাওবা ও ইসতিগফার করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হবে। (মুসলিম: ১৪০৯)
	৮। স্ত্রীর সাথে চুম্বন ও আলীঙ্গন করা।	তাওবা ও ইসতিগফার করতে হবে।
	৯। স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করা।	যদি ১০ তারিখে বড়ো জামারায় পাথর ছোঁড়ার আগেই এই যৌনসঙ্গম ঘটে, তাহলে হজ্জ বাতিল

[1] বুখারি, ১৮১৪।

		হয়ে যাবে, যদিও হজ্জের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। একটা গরু বা উট জবেহ করে মক্কার দরীদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। আর তাকে পুনরায় ফরজ হজ্জ আদায় করতে হবে। আর যদি এই সঙ্গম ১০ তারিখে বড়ো জামারায় পাথর মারার পর ঘটে তাহলে হজ্জ তো হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে দাম দিতে হবে (একটা ছাগল জবেহ করতে হবে)। (মুওয়াত্তা মালিক, অধ্যায়: হজ্জ, অনুচ্ছেদ: মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ: ৭৭৩)

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

বি.দ্র.: ইহরামের অবস্থায় যদি কোনো নারীর মাসিক বা নিফাস শুরু হয়ে যায়, তাহলে বায়তুল্লার তওয়াফ ছাড়া হজ্জ বা উমরার অন্য সব আরকান ও ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করবেন। (বুখারি: ১৫৬০)

ইহরামের অবস্থায় জায়েজ কার্যাবলী:

১। স্নান করা।
২। মাথা ও শরীর চুলকানো।
৩। ব্যান্ডেজ করানো, ঔষধ খাওয়া।
৪। চোখে সুরমা বা ঔষধ দেওয়া।
৫। বিষাক্ত প্রাণী হত্যা করা।
৬। ইহরামের চাদর পরিবর্তন করা।
৭। আংটি, চশমা, পার্স, বেল্ট বা ছাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা।
৮। সুগন্ধিহীন তেল বা সাবান ব্যবহার করা।
৯। সামুদ্রিক জন্তু শিকার করা।

হজ্জের পূর্বের কার্যাবলী:

১। আকীদার সংশোধন
(মনে রাখবেন যে, শিরক ও বিদআত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে আর তাওহিদ ও সুন্নাতকে শক্তভাবে ধরে রাখতে হবে।[1]
২। হজ্জের সমস্ত বিধান ও নিয়মাবলী শেখা।[2]
৩। গুনাহ থেকে তওবা করা।[3]

[1] সূরা লুকমান: ১৩
[2] সহি ইবনে মাজাহ: ১৮৪
[3] সূরা তাহরীম : ৮

৪। গ্রহণীয়তা প্রার্থনা করা।[1]

৫। মানুষের হক পরিশোধ করা।[2]

৬। পরিবারের সদস্যদের অসিয়ত করা (যদি অসিয়ত করার মতো কিছু থাকে)।[3]

৭। ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে হজ্জ করা।[4]

৮। চোখ এবং জিহ্বার সৎব্যবহার করা।[5]

৯। প্রতিটি কাজ সুন্নাহ অনুযায়ী করা।[6]

১০। ইবাদতে বেশি সময় কাটানোর নিয়তে বের হওয়া।[7]

হজ্জ ও উমরার ফজিলত:

১। উমরা হলো পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য আর হজ্জে মাবরুর-এর একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।[8] ২। আল্লাহ্র পথে জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল হলো হজ্জ। [1]

[1] সূরা বাকারা: ১২৭

[2] মুসলিম: ২৫৮১, তিরমিযি: ২৪১৮

[3] বুখারি: ২৭৩৮, মুসলিম: ১৬২৭

[4] সূরা তওবা: ১১৯

[5] সূরা নূর: ৩০, বুখারি: ৬৮০৭

[6] সাহিহুল জামি': ৭৮৮২

[7] সূরা বাকারা: ১৯৭

[8] বুখারি: ১৭৭৩, মুসলিম: ১৩৪৯

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

৩। হজ্জযাত্রী একটা নবজাত শিশুর মতো পাপমুক্ত হয়ে যায়।[2]

৪। হজ্জ ও উমরাহ পালন করলে দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর হয়।[3]

৫। হজ্জ পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়।[4]

৬। হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীদের দুআ কবুল হয়।[5]

৭। হজ্জ ও উমরা নারী, দুর্বল, বৃদ্ধ এবং শিশুদের জন্য জিহাদ।[6]

৮। রমজানে উমরার সওয়াব হজ্জের সমতুল্য।[7]

৯। হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সফররত ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লেখা হয়।[8]

উমরা
কুরআন ও হাদিসের আলোকে

ইহরাম

হাজ্জে তামাত্তু'কারী ব্যক্তির জন্য উমরাহ করা আবশ্যক। তাই প্রথমে নিম্নোক্ত নিয়মে উমরা করে নিতে হবে:

১। প্রয়োজনে প্রথমে চুল ইত্যাদি কেটে গোসল করুন আর গায়ে আতর লাগান।[9]

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

---

[1] (বুখারি: ১৫১৯, মুসলিম: ৮৩)
[2] বুখারি: ১৫২১, মুসলিম: ১৩৫০
[3] তিরমিযি: ৮১০, সহি
[4] মুসলিম: ১২১
[5] ইবনে মাজাহ: ২৪৯৩, হাসান
[6] বুখারি: ১৮৬১, সহি নাসায়ী: ২৪৬৩
[7] বুখারি: ১৮৬৩, মুসলিম: ১২৫৬
[8] সাহিহুত তারগিব: ১১১৪
[9] মুসলিম: ১১৮৯, তিরমিযি: ৮৩০

২। ইহরাম বাঁধুন, অর্থাৎ- পুরুষরা সেলাই করা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে সেলাইহীন একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর পরিধান করবেন। ইহরাম সাদা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উত্তম। আর মহিলারা তাঁদের সাধারণ পোশাকেই থাকবেন। সেটাই তাঁদের ইহরাম। অবশ্য পোশাক যেন বেশি আকর্ষণীয় ও কারুকার্যপূর্ণ না হয়। (হাজ্জাতুন নাবী, ইবনে বায)

- ❖ টাখনু ঢাকা পড়বে না, এমন জুতো বা চাপ্পল পুরুষরা পরতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: (বিমানে জেদ্দায় যাওয়া ব্যক্তিরা বিমানে বসার আগে ইহরাম বাঁধতে পারেন, তবে মীকাতে পৌঁছে অন্তরে ইহরামের নিয়ত করার সময় তালবিয়া পাঠ করবেন। (মুসনাদে শাফিয়ী: ১৬৭৩)
দ্রষ্টব্য: নিয়ত শুধু অন্তরে সংকল্পের নাম। নামায ও অন্যান্য ইবাদতে কেবল অন্তরেই নিয়ত করা হয়। তবে শুধু হজ্জ ও উমরায় অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে শব্দাবলীর উচ্চারণ বাঞ্ছনীয়।

GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

মীকাত ও নিয়ত

৩। মীকাতে পৌঁছে অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে পড়বে: "اللهم لبيك عمرة" (হে আল্লাহ্! আমি উমরার জন্য হাজির)।[1]

*** এটা না করেই যদি এগিয়ে যায় তাহলে ফিদয়া দিতে হবে (একটা ছাগল জবেহ করে মক্কার দরীদ্রদের মাঝে বন্টন করতে হবে)।**

[1] মুসলিম: ১২৩২

**কেউ অন্যের পক্ষ থেকে উমরা করলে অন্তরে নিয়ত করার পাশাপাশি বলবেন: "اللهم لبيك عمرة عن ---" (হে আল্লাহ্! আমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরার জন্য তোমার নিকট হাজির)। এখানে আ'ন-এর পরে ওই ব্যক্তির নাম বলবেন।[1]

***মক্কা পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, এমন আশঙ্কা হলে নিয়ত করার সময় বলবে: "اللهم محلي حيث حبستني" (আল্লাহুম্মা মাহিল্লি হাইসু হাবাসতানী) (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যেখানে ও যখন থামিয়ে দেবে, সেটাই আমার জন্য হজ্জ ও ইহরাম থেকে বেরিয়ে এসে হালাল হওয়ার স্থান)। (বুখারি: ৫০৮৯)

****এই হজ্জ যদি নফল হয় তাহলে তা কাজা করতে হবে না। কিন্তু সেটা যদি ফরজ হজ্জ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সামার্থ্য হলেই হজ্জ করতে হবে।

*****ইহরাম বাঁধার জন্য কোনো বিশেষ দুআ নেই। তবে কোনো নামাযের পরে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। (মুসলিম: ১২৪৩) একাংশ উলামা বলেছেন যে, মদিনার মীকাত যুলহুলাইফাতে দুই রাকাত নামায পড়া উত্তম। কিন্তু এটা ইহরামের নামায নয়, বরং ওই স্থানের বিশেষ ফজিলতের নামায। (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ)

তালবিয়া

৪। ইহরাম বাঁধার পর উচ্চস্বরে এই তালবিয়া পাঠ করবেন:

[1] সুনানে আবু দাউদ: ১৮১১, সহি

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)

(আমি তোমার দরবারে হাজির, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপস্থিত। আমি হাজির। তোমার কোনো অংশীদার নেই। আমি তোমার কাছে হাজির। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই। যাবতীয় নেয়ামত তোমারই। আধিপত্য তোমার হাতেই। তুমি একক, তোমার কোনো শরিক নেই।)[1]

***তালবিয়ার ফজিলত:** তালবিয়া হজ্জের একটা শেআর। যে হজ্জে তালবিয়ার শব্দ বেশি হবে, সেটাই সর্বোত্তম হজ্জ।[2] হজ্জযাত্রী যখন তালবিয়া পড়েন, তখন তাঁর আশেপাশের ভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত পাথর, গাছপালা ইত্যাদি লাব্বাইকা বলে (যার সাওয়াব তালবিয়া পাঠাকারী পান)।[3]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তালবিয়ার এই দুআটিও প্রমাণিত:

ক) "লাব্বাইকা ইলা-হাল হাক্কি" (হে সত্য উপাস্য! আমি তোমার কাছে হাজির)।[4]

খ) তালবিয়ার পর কিছু সংযোজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুমোদিত: "লাব্বাইকা যাল-মাআরিজ,

[1] বুখারি: ১৫৪৯
[2] তিরমিযি: ৮২৭
[3] ইবনে মাজাহ্: ২৯২১
[4] নাসায়ী: ২৭৫২

লাব্বাইকা যাল-ফাওয়াজিল" (হে উচ্চ ও মাহাত্মের অধিকারী! আমি তোমার দরবারে হাজির)।[1]

গ) "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা ওয়াসা'দাইকা ওয়ালখায়রু ফী ইয়াদাইকা, লাব্বাইকা, ওয়ারাগবা-উ ইলাইকা ওয়াল-আমালু" (আমি হাজির রয়েছি, হে আল্লাহ্! আমি হাজির। তোমার বিধিবিধানের আনুগত্যের জন্য হাজির। সমস্ত রকম কল্যাণ তোমারই হাতে। আমি হাজির। আর আগ্রহ ও আমল তোমার পক্ষ থেকেই আসে)। [2]

**মহিলাদের জন্যও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া বৈধ, তবে এতটা যে, পার্শ্বের মহিলারা শুনতে পান।[3]

AskIslamPedia
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

[1] বাইহাকি: ৯২৯৯, আলবানির মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা: ১৫

[2] মুসলিম: ১১৮৪

[3] মুসনাদে আহ্মাদ, ২৬৬৯৩, সহি

মক্কায় প্রবেশ:

৫। মক্কার জনবসতি দেখা মাত্রই তালবিয়া বন্ধ করে দিতে হবে।[1]

*যদি কেউ মক্কায় দিনের বেলায় প্রবেশ করতে চান, (বুখারি: ১৫৭৪) অথবা বাবুক মুআল্লা দিয়ে প্রবেশ করতে চান, অথবা মসজিদে হারামে বানু শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে করতেই পারেন। নবীচরিতের আলোকে এটা দোষণীয় নয়। তবে এটা ফরজ ও জরুরি নয়। তাই নিজে সমস্যায় পড়া বা অন্যকে সমস্যায় ফেলা উচিত নয়।

**মক্কায় বা মসজিদে হারামে যেখান দিয়ে সুবিধে, প্রবেশ করা যায়। (বুখারি: ১৫৭৬)

মসজিদে হারাম:

৬। তওয়াফের আগে অযু করে নেবেন।[2]

৭। মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে এই দুআটি পড়বেন:

“আউযুবিল্লাহিল আযীমি ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম ওয়াসুলত্বানিহিল ক্বাদীম মিনাশ-শায়ত্বানির রজীম” (আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট, তাঁর মহানুভব সত্ত্বা ও তাঁর অবিনশ্বর রাজত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি।)[3]

“বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আ’লা- রসূলিল্লাহ্‌, আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌ লী আবওয়াবা রহমাতিকা” (আল্লাহ্‌র নামে ও

[1] আলবানির মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা: ২০

[2] বুখারি: ১৬৪১

[3] সুনানে আবুদাউদ: ৪৬৬, সহি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম প্রেরণ করে মসজিদে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপরাশী ক্ষমা করে দাও আর আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও)।

আর বেরনোর সময় এই দুআ পড়া উচিত:

"বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আ'লা- রসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা ফাযলিকা" (আল্লাহ্র নামে ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম প্রেরণ করে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপরাশী ক্ষমা করে দাও আর আমার জন্য তোমার ফজল ও অনুগ্রহের দরজাগুলো খুলে দাও)।[1]

তওয়াফ

তওয়াফের সময় বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে, যেন আপনার জন্য অন্য কারো অসুবিধা বা সমস্যা না হয়। আর বিশেষ করে হাজারে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়ার বা স্পর্শ করার সময় একথা মনে রাখতে হবে।

[1] ইবনে মাজাহ: ৬৩২, সহি

*তওয়াফ শুরু করার আগে কাঁধের চাদরের একটা দিক ডান বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখতে হবে।[1]

**হাজারে আসওয়াদকে (ডানহাত দিয়ে) স্পর্শ করে অথবা ইঙ্গিত (ইসতিলাম) করে তওয়াফ শুরু করতে হবে।[2]

***কা'বার দিকে চেয়ে থেকে তওয়াফ করা এবং দুআ করতে থাকা বৈধ। [3]

হাজারে আসওয়াদ

দ্রষ্টব্য: হাজারে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া আর সম্ভব হলে তাতে কপাল ঠেকানো বৈধ।[4] আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে হাত অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন দেওয়া বৈধ। তবে মানুষের অত্যাধিক সমাগমের কারণে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেদিকে ডানহাত দিয়ে ইশারা করতে হবে। হ্যাঁ, ইশারা করার ক্ষেত্রে হাতে চুম্বন দিতে হবে না। আর সেই সময় দুই হাত তুলতেও হবে না। শুধু ডানহাতের ইশারা হাজারে আসওয়াদের দিকে করতে হবে।[5]

দ্রষ্টব্য: কা'বার প্রতি নজর পড়া মাত্রই হাত তোলা আর দুআ করা উচিত। নিচের দুআটি সাহাবি থেকে প্রমাণিত:

---

[1] সুনানে আবুদাউদ: ১৮৮৪

[2] তিরমিযি: ৮৫৬

[3] ইবনে মাজাহ: ৩৯৩২, আলবানির সাহিহুত তারগিব: ২৪৪১

[4] ইরওয়াউল গালিল: ১১১২

[5] মুস্তাদরাকে হাকিম: ১৬৭২

"আল্লাহুম্মা আনতাস সালা-ম, ওয়ামিনকাস সালা-ম, ফাহাইয়িনা রব্বানা বিস্‌সালা-ম" (হে আল্লাহ্! তুমি সর্বময় শান্তিময়, তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। হে আমার প্রভু! শান্তির সাথে তুমি আমাদের জীবনযাপন করার তৌফিক দান করো।)[1]

اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

৮। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার বা ইশারা করার সময় বলবেন: "**بسم الله، الله أكبر**" "আল্লাহু আকবার" অথবা "**الله أكبر**" "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার"।[2]

ফজিলত: হাজারে আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানি স্পর্শ করলে গুনাহ ধুয়ে যায়। (সহি ইবনে খুযাইমা: ২৭২৯)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হাজারে আসওয়াদ নিয়ে আসবেন, তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে আর একটি জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে। সেই ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যে সত্যের সাথে তাকে চুম্বন দেবেন বা ইস্তিলামা করবেন। (তিরমিযি: ৯৬১)

হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আনা একটা পাথর। এটা তুষার থেকেও বেশি সাদা ছিল, কিন্তু আদম সন্তানের পাপের কারণে কালো হয়ে গেছে। (তিরমিযি: ৮৭৭)

[1] মুসনাদে শাফিয়ী: ৫৮৭

[2] মুসনাদে আহমাদ: ৪৬২৮

রুকনে ইয়ামানি:

৯। রুকনে ইয়ামানিকে শুধু স্পর্শ করতে হবে। তাতে চুম্বন দিতে হবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইশারা না করেই বেরিয়ে যেতে হবে।[1]

১০। রুকনে ইয়ামানি আর হাজারে আসওয়াদের মাঝে এই দুআটি পড়বেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতান ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতান ওয়াক্বিনা- আ'যাবান্ নার" (হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এই দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আর আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।) আর বাকি তওয়াফে কুরআনি দুআগুলো অথবা হাদিস থেকে প্রমাণিত দুআগুলো পড়া সুন্নাত।[2]

দ্রষ্টব্য: তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই।

তওয়াফ করাকালীন কথাবার্তা বৈধ। তবে প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলাই উচিত। ইবাদতের প্রতি মনযোগ দিতে হবে।

ঋতুস্রাব চলাকালীন কোনো মহিলা তওয়াফ করবেন না।

---

[1] বুখারি: ১৬৪৪

[2] আবুদাউদ: ১৮৯২

একলক্ষ সওয়াব মসজিদে হারামের সাথে বিশিষ্ট।[1] মক্কার প্রতিটি মসজিদে একই সওয়াব পাওয়া যাবে, এমন ধারণা না করাই উচিত।[2]

১১। পুরুষদের তাওয়াফে কদুমের প্রথম তিন চক্করে দ্রুত হাঁটতে হবে। আর পরের চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হবে। মহিলারা দ্রুত হাঁটবেন না।[3]

১২। কাবার দরজা এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানের অংশকে বলা হয় মুলতাজাম। কাবার এই অংশে মুখমণ্ডল, হাত ও বুক লাগিয়ে দিয়ে এখানে দুআ করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত।[4]

১৩। এভাবে আল্লাহর কাবার সাতটি চক্কর পূর্ণ করুন।[5]

*তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে, সম্ভব হলে, হাজারে আসওয়াদে ইসতিলাম অথবা দূর থেকেই ইশারা করে চলে যেতে হবে।[6] সাত চক্কর শেষ করে যখন হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছবে, তখন আবার তাকবীর বলা এবং ইস্তিলাম করা উত্তম।[7]

মাকামে ইব্রাহিম

[1] ইবনে মাজাহ: ১৪০৬
[2] ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন: ১২/৩৯৫
[3] তিরমিযি: ৮৫৬
[4] আল-আহাদিস আস-সাহিহা: ২১৩৮
[5] তিরমিযি: ৮৫৬

১৪। তওয়াফ পূর্ণ করার পর

"وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"

(আর তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে নামায প্রতিষ্ঠার স্থান বানাও) পড়তে পড়তে মাকামে ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে যাবেন আর যেখানে জায়গা পাবেন, দুই রাকাত নামায আদায় করবেন।[1]

প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বেন। (তাছাড়া অন্য যে-কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে পারা যায়।)[2]

যমযম

১৫। নামাযের পড়ে সেই স্থানেই থেমে যমযমের পানি পান করুন আর কিছুটা মাথায় ঢালুন। বসে পান করাও বৈধ।[3]

১৬। যমযম পান করার পরে আবার হাজারে আসওয়াদকে ইসতিলাম করবেন আর সাঈ-এর জন্য স্বাফা-মারওয়ার দিকে যাবেন।[4]

সাঈ

১৭। স্বাফার উপর ওঠার সময় পাঠ করবেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

---

[1] তিরমিযি: ৮৫৬

[2] তিরমিযি: ৮৬৯

[3] মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৪৩

[4] মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৪৩

(নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দুটি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষীণ (সাঈ) করলে কোনো পাপ নেই। আর কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো পুণ্য কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাতা।) তারপর বলবেন: "আব্‌দাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি" (আমি সেটা দিয়েই শুরু করছি, যা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা শুরু করেছেন)।

১৮। স্বাফা পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবেন। তারপর নিচের বাক্যগুলো তিনবার পড়বেন:

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

(আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক। তিনি একাই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর অনুগত বান্দাদের সাহায্য করেছেন আর তাঁর দ্বীনবিরোধী দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।)

*স্বাফা-মারওয়ার মাঝে বেশিবেশি দুআ করা উচিত।[1]

---

[1] মুসলিম: ১২১৮

*স্বাফা ও মারওয়ার উপর শুধু প্রথমবার আয়াত পাঠ করবেন, তারপর থেকে কেবল দুআ পড়বেন।[1]
১৯। স্বাফা থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে যাবেন আর সেখানেও ১৮নং-এ দেওয়া আমল্ আবার করবেন।[2]
২০। পুরুষরা সবুজ চিহ্নের মাঝে দ্রুতগতিতে হাঁটবেন।[3]
২১। স্বাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হয়। এইভাবে সাত চক্কর লাগাতে হবে।[4]

দ্রষ্টব্য: এইভাবে মারওয়া থেকে স্বাফা পর্যন্ত আরেক চক্কর হয়। সপ্তম চক্কর মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে।

২২। সাঈ করার সময় কুরআনের অথবা সহি হাদিসের যে-সব দুআ মুখস্থ আছে সেগুলো পড়তে থাকবেন। কিংবা কোনো দুআ-এর বই দেখেও পড়া যেতে পারে।
*সাঈ-এর জন্য অযু আবশ্যিক নয়।
*একাংশ সাহাবি থেকে সাঈ-এর সময় নিচের দুআটি পড়ার কথা প্রমাণিত:
“” রব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ’আযযুল আকরাম” (হে আমার প্রভু! তুমি ক্ষমা করো, দয়া করো, নিশ্চয়ই তুমি মহানুভব ও

পরাক্রমশালী)।[1]

---

1 শারহুল মুমতি’
2 মুসলিম: ১২১৮
3 মুসনাদে শাফিয়ী: ৬১১
4 সহি ইবনে খুযাইমা: ২৭৬০

*তওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদির সময় দেখা যায়, অনেকেই নিজের ছবি ক্যামেরাবন্দী করছে। মনে রাখবেন, স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছবি তোলা বৈধ নয়। তাছাড়া এটা হারাম শরিফের অবমাননা।

**তওয়াফ ও সাঈ-এর সময় ফরজ নামায আরম্ভ হয়ে গেলে তওয়াফ ও সাঈ ছেড়ে নামাযে যোগ দিতে হবে। নামাযের পরে অবশিষ্ট তওয়াফ ও সাঈ সম্পূর্ণ করবেন।

মাথামুণ্ডন বা চুল ছোটো করা

২৩। সাঈ করার পর পুরুষরা মাথা মুণ্ডন অথবা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছোটো করবেন। আর মহিলারা আঙুলের এক গিট পরিমাণ চুল কেটে ফেলবেন।[2]

*হজ্জ বা উমরা পালনকারী ব্যক্তিরা পরস্পরের মাথা মুণ্ডন করতে পারেন। একইভাবে মহিলারাও একে-অপরের এক গিট পরিমাণ চুল কাটতে পারেন। এইকাজ মারওয়াতেই করা যেতে পারে, আবার ঘরে এসেও করা যেতে পারে।

**মহিলারা মনে রাখবেন, কোনো গায়র-মাহরাম ব্যক্তি যেন তাঁর চুল না কাটেন। কোনো মাহরাম অথবা কোনো মহিলাই যেন তাঁর চুল কাটেন।

---

1 মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ১৫৮০৭
2 সুনানে নাসায়ী: ২৯৮৭

২৪। তারপর ইহরামের চাদর খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরবেন।[1]

এইভাবে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে উমরা সম্পন্ন হবে, ইন-শা-আল্লাহ্।

যাঁরা হাজ্জে তামাত্তু করবেন, তাঁদের জন্য উমরার পর মাথা মুণ্ডন করা থেকে চুল ছোটো করা উত্তম। আল্লামা আলবানি একথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিস থেকে প্রমাণ করেছেন, যাতে তিনি (সা.) সাহাবিদের উমরার পর বলেন: "চুল ছোটো করে হালাল হয়ে যাও"।[2]

দ্রষ্টব্য: উলামায়ে কেরাম বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, উমরায় চুল ছোটো করা তখনই উত্তম, যখন হজ্জের দিন খুব সন্নিকটে থাকে। কারণ হজ্জে মাথা মুণ্ডন করার উত্তম আমলটা করার জন্য মাথায় চুল যেন থাকে।)

হজ্জ কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে

হজ্জ তিন প্রকার। যথা: (১) হজ্জে তামাত্তু', (২) হজ্জে কিরান ও (৩) হজ্জে ইফরাদ।

---

[1] মুসলিম: ১২১১)
[2] ইরওয়াউল গালীল: ১০৮৩

বি.দ্র.: ভারতের হজ্জ পালনকারী ব্যক্তিরা সাধারণত হজ্জে তামাত্তু' করেন। তাই এই পুস্তিকায় হজ্জে তামাত্তু'-এর বিধানসমূহ আলোচনা করা হচ্ছে।

স্থানসমূহ	দূরত্ব
জেদ্দা ইয়ারপোর্ট থেকে মক্কা	৮০ কি.মি.
মক্কা থেকে মিনা	৮ কি.মি.
মিনা থেকে আরাফা	১৬ কি.মি. (পায়ে সফরের জন্য ৪-৫ ঘন্টা প্রয়োজন)
আরাফা থেকে মুযদালিফা	৯ কি.মি. (পায়ে সফরের জন্য ৩ ঘন্টা প্রয়োজন)
মুযদালিফা থেকে মিনা	৭ কি.মি. (পায়ে সফরের জন্য ২ ঘন্টা প্রয়োজন)
মক্কা থেকে মদিনা	৪৫০ কি.মি.

হজ্জে তামাত্তু'-এর জন্য উমরা আবশ্যিক। তাই প্রথমে উপরে উল্লেখিত নিয়মে উমরা করে ইহরাম খুলে ফেলবেন।

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

হজ্জে তামাত্তু'-এর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

হজ্জের নিয়ত

১। ৮ই যুল-হিজ্জা (ইয়াওমুত তারবিয়া) মক্কায় নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধবেন।[1]

২। ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করে সুগন্ধী ব্যবহার করবেন।[1]

[1] মুসলিম: ১১৮৪

দ্রষ্টব্য: ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধী লাগাবেন না। আর মহিলারা পাকড়ে আর দেহে, কোথাও সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না।

৩। তারপর এই বলে হজ্জের নিয়ত করবেন: "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান" (হে আল্লাহ্! আমি হজ্জের জন্য হাজির।)[2]

৪। উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বেন :

"لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"

(আমি তোমার দরবারে হাজির, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উপস্থিত। আমি হাজির। তোমার কোনো অংশীদার নেই। আমি তোমার কাছে হাজির। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই। যাবতীয় নেয়ামত তোমারই। রাজত্ব তোমার হাতেই। তুমি একক, তোমার কোনো শরিক নেই।)[3]

৫। একবার এই বাক্যাবলীও পাঠ করবেন : "আল্লাহুম্মা হাজ্জাতান লা- রিয়াআ ওয়ালা সুমআহ্" (হে আল্লাহ্! হজ্জে লোকদর্শন ও খ্যাতি উদ্দেশ্য নয়)[4]

মিনা

৬। তারপর মিনা পৌঁছে যোহরের নামায আদায় করবেন। সমস্ত নামায যথাসময়ে কসর করে আদায় করবেন।[1]

---

[1] মুসলিম: ১১৮০, তিরমিযি: ৮৩০

[2] মুসলিম: ১২৩২

[3] বুখারি: ১৫৪৯

[4] ইবনে মাজাহ্ : ১৮৯

আরাফা

৭। ৯ই যুল-হিজ্জা সূর্যোদয়ের পর "আল্লাহু আকবার", "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।[2]

ফজিলত: আরাফার দিনের চেয়ে উত্তম এমন কোনো দিন নেই, যেদিন বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে প্রচুর পরিমাণে মুক্তি দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তাআলা সন্নিকটে এসে এই হজ্জযাত্রীদের কথা ফেরেশতাদেরকে গর্বের সাথে বলেন আর জিজ্ঞেস করেন, বলো তো, এই মানুষগুলো এখানে কেন এসেছে?[3]
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আকাশে অবস্থানকারীদের সামনে গর্বের সাথে আরাফাবাসীদের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেখো, আমার বান্দারা এসেছে।[4]

৮। হাজীদের জন্য আরাফার দিনে রোজা রাখা জায়েজ। কারণ, যে হাদিসে সেইদিন তাঁদের জন্য রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞা এসেছে, শায়খ আলবানি সেটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে রোজা না রাখাই মুস্তাহাব। শায়খ আলবানি বলেন, রোযা না রাখলে হাজীদের জন্য আরাফার দিনে ইবাদত করা সহজ্জ হবে। সহি মুসলিমে

---

1 মুসলিম: ১২১৮
2 মুসলিম: ১২৮৪
3 মুসনাদে আহমাদ: ৪২/১২
4 মুসলিম: ১৩৪৮

রোযা না রাখাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। তাতে অধ্যায় স্থাপন করা হয়েছে : "আরাফাতের দিন হাজীদের জন্য আরাফার ময়দানে রোজা না রাখা মুস্তাহাব"।[1]

৯। আরাফার ময়দানে প্রবেশের পূর্বে সম্ভব হলে নিমরা উপত্যাকায় অবস্থান করবেন। তারপর যোহরের সময় আরাফার ময়দানে হজ্জের খুতবা শুনবেন। যোহর ও আসরের নামায এক আযান ও দুই ইকামাত দিয়ে জামা'আতে কসর করে (দুই রাকাআত করে) আদায় করতে হবে। যদি নিমরাহ উপত্যকায় অবস্থান করা এবং মসজিদে নিমরাতে আসা সম্ভব না হয়, তাহলে যোহরের সময় নিজনিজ তাঁবুতে, যোহর ও আসর নামায জামাতে কসর করে (দুই রাকাত করে) এক আযান ও দুই ইকামাতে আদায় করবেন।

১০। যোহর ও আসরের নামায আদায় করে আরাফায় প্রবেশ করতে হবে। জাবালে আরাফা (জাবালে রাহমাত)-এ (অথবা যেখানেই জায়গা পাবেন) অবস্থা করবেন। বিকলামুখী হয়ে হাত তুলে কুরআন ও সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দুআগুলো পড়বেন আর মাঝেমধ্যে তাকবির, তাহলিল ও তালবিয়া পড়তে থাকবেন।[2]

---

[1] মুসলিম: ১১২৩

[2] মুসলিম: ১২১৮

*এদিন নিচের দুআটি পড়া বাঞ্ছনীয়। এটা পূর্ববর্তী নবী-রসূল ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،

(আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী।)[1]

এই দুআটিও প্রমাণিত:

(إنما الخير خير الآخرة) "ইন্নামাল খায়রু খায়রুল আ-খিরা" (নিঃসন্দেহে প্রকৃত কল্যাণ পরকালের কল্যাণ)।[2]

অবশ্য যদি কেউ দেরি করে ফেলেন আর ১০ তারিখে ফজরের আগেই আরাফার ময়দানে পৌঁছে যান, তাহলে তাঁর রুক্ন আদায় হয়ে যাবে।

নিমরা মসজিদে ইমামের সাথে নামায আদায় করার সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে একাকী অথবা জামাত করে নামায আদায় করা যেতে পারে।

*৮ই যুল-হিজ্জা ও ৯ই যুল-হিজ্জার মাঝের রাত মিনায় অবস্থান করা ওয়াজিব নয়। এই রাত সেখানে অবস্থান

[1] তিরমিযি: ৩৫৮৫
[2] সহি ইবনে খুযাইমা: ২৮৩১

করা সুন্নাত। তবে সামান্য ব্যাপার ভেবে অবহেলা করাও উচিত নয়।[1]

মুযদালিফা

১১। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়েই ধীরস্থিরভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।[2]
আরাফাহ থেকে বের হওয়ার সময় ওযু করে বের হওয়া উত্তম। যদি অর্ধেক রাত পর্যন্ত (১২টার মধ্যেও) মুযদালিফায় পৌঁছাতে না পারেন, তাহলে পথেই মাগরিব ও এশা আদায় করতে হবে।

১২। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায এক আযান ও দুই ইকামা দিয়ে একত্রে আদায় করবেন।[3]

১৪। ফজরের নামায জামাতে আদায় করার পর, আল-মাশার আল-হারামের পাদদেশে (অথবা যেখানেই আপনি স্থান পাবেন), কিবলার দিকে মুখ করে এবং সূর্য ওঠার আগে থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হাত তুলে তাহলীল' ও তাকবীর করবেন। আল্লাহ্‌র নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করবেন। দুআ করবেন।[4]

---

11 আলবানির মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল-উমরা: ২৯
2 মুসলিম: ১২১৮

4 মুসলিম: ১২১৮

১৫। সূর্যোদয়ের পূর্বে ধীরস্থিরভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন আর পথিমধ্যে মুহাসসার ওয়াদি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করবেন।[1]

* দুর্বল নারী আর বয়স্ক ও অসুস্থ পুরুষদের জন্য মধ্যরাতের পর মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়া বৈধ। তবে সূর্যোদয়ের পরই পাথর মারতে হবে।[2]

একটি উক্তি অনুসারে সূর্য ওঠার পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয। আসমা (রা.)-এর আমল ও বোধ অনুযায়ী এই উক্তি। (ইবনে উসাইমিন)।
দ্রষ্টব্য: এধরনের বিষয়ে সতর্কতাই উত্তম। মতানৈক্য থেকে মুক্তির পথ এই যে, সূর্যোদয়ের পরেই পাথর ছুঁড়তে হবে। (লেখক)

মিনা

১৬। ১০ই যুল-হিজ্জা মুজদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছবেন। মুজদালিফা থেকে প্রস্থান করার সময় সঙ্গে পাথর নিয়ে নেবেন। অবশ্য মিনার ময়দান থেকেও নেওয়া যেতে পারে। পাথরের আকার যেন ছোলা থেকে কিছুটা বড়ো হয়।

দ্রষ্টব্য: পাথর ধোয়া বিদআত।

---

[1] তিরমিযি: ৮৮৬
[2] বুখারি: ১৬৭৬, মুসলিম: ১২৯৫

অপারগ লোকেরা কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করতে পারেন।

১০ই যুল-হিজ্জাতে এই চারটি কাজ করতে হবে:

(১) রামি বা কঙ্কর নিক্ষেপ, (২) কুরবানি, (৩) মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটো করা এবং (৪) তওয়াফে ইফাযা ও সাঈ।

১৭। (১) রামি, সূর্যোদয়ের পরে জামরার দিকে মুখ করবেন। সেই সময় মিনা ডানদিকে আর মক্কা বামদিকে পড়বে। (মুসলিম) আল্লাহু আকবার বলে এক-এক করে সাতটি কঙ্কর বড়ো জামারায় নিক্ষেপ করবেন আর তারপর তালবিয়া বন্ধ করবেন। সূর্যোদয়ের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয় (তিরমিযি)। অবশ্য দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয।[1]

জামারায় শুধু কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। অন্যকিছু নিক্ষেপ করা ঠিক নয়। একটু কাছে নিক্ষেপ করবেন। একটা কূপের মতো গর্ত আছে, কঙ্কর সেখানে পড়লেই যথেষ্ট। সেখানে যে স্তম্ভ আছে, তাতে কঙ্কর মারতেই হবে, এমন জরুরি নয়।

১৮। (২) কুরবানি

জামারায়ে উকাবায় রামি (কঙ্কর নিক্ষেপ)-এর পর কুরবানি করবেন আর সম্ভব হলে তা থেকে কিছু রান্না

[1] বুখারি, আলবানির হাজ্জাতুন নাবী: পৃ. ৮০, মুসলিম: ১২১৮

করে খাবেন।[1] সেই মাংসে দরীদ্রদের কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

"তা থেকে খাও এবং যারা তৃপ্ত হয়ে বসে আছে আর যারা ভিক্ষা করে, তাদেরও খাওয়াও"।[2] একটা উট এবং একটা গরুতে সাতজন অংশ নিতে পারেন। হাদীর পশুর সামর্থ্য না থাকলে, হজ্জের দিনগুলোতে তিনটে রোজা আর ঘরে ফিরে সাতটা রোজা রাখবেন।[3]

*কুরআনির জন্য রাজিহী ব্যাংকে অথবা সরকার অনুমোদিত সংস্থায় টাকা জমা করতে পারেন।

১৯। (৩) মাথামুণ্ডন বা চুল ছোটো করা

কুরবানির পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটো করবেন আর ইহরামের চাদর খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন। সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন উত্তম আর চুল ছোটো করা বৈধ। মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটো করার কাজটা সামনের দিক থেকে শুরু করবেন।[4]

মহিলারা তাদের চুলের প্রান্তভাগ ধরে এক গিট পরিমাণ কাটবেন।[5]

---

[1] মুসলিম: ১৩০৫, ১২১৮
[2] সূরা হাজ্জ: ৩৬
[3] ইরওয়ালুল গালীল: ৯৬৪
[4] মুসলিম: ১৩০৫
[5] শারহুল মুম'তি': ৭/৩২৯

২০। (৪) তওয়াফে ইফাযা ও সাঈ

মিনা থেকে মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইফাযা করবেন (এই তওয়াফে ইফাযায় ইজতিবা ও রমল করবেন না, কারণ এটা প্রমাণিত নয়। যেহেতু সাধারণ তওয়াফের সাত চক্কর লাগানোর পর দুই রাকাত সালাত আদায় করার বিষয়টি প্রমাণিত, তাই তওয়াফে ইফাযার পরও দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন।)। তারপর যমযমের পানি পান করবেন, কিছুটা পানি মাথায় ঢেলে নেবেন। তারপর স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করবেন। তারপর মক্কা থেকে মিনায় ফিরে যাবেন।[1]

দ্রষ্টব্য: যদি এই আমলগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় না থাকে, অর্থাৎ আমলগুলো আগে-পরে হয়ে যায়, তাহলে দাম (ছাগল জবেহ করা) ওয়াজিব হয় না।[2]

দ্রষ্টব্য: ১০ তারিখে জামরাহ-ই-কুবরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলে হাজীর উপর থেকে ইহরামের বিধিনিষেধ দূর হয়ে যায়। শুধুমাত্র হাজী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না। তওয়াফে যিয়ারাত ও সাঈ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয হবে। (শায়খ আলবানি)

দ্বিতীয় মত অনুসারে, দশ তারিখের চারটি কাজের মধ্যে দুটি করার পরই ইহরাম খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান

---

[1] মুসলিম: ১২১৮

[2] বুখারি: ১৭৩৬

করা যাবে এবং শেষ কাজটি সম্পন্ন হলে স্ত্রীর সাথে সহবাসও হালাল হয়ে যাবে।[1]

উল্লেখ্য: সতর্কতামূলকভাবে দু'টি কাজ করার পরই ইহরাম খোলা উচিত। যদি কেউ একটাই কাজ করার পর ইহরাম খুলে ফেলেন বা ইহরামের বিধিনিষেধ পালন না করেন, তাহলে কোনো কাফফারা বা দাম লাগবে না। কারণ শায়খ আলবানির মতানুযায়ী ইহরাম খোলার জন্য চারটির মধ্যে যে-কোনো একটা আমলই যথেষ্ট। অবশ্য স্ত্রীর সাথে সহবাস চারটি আমল করার পরে বৈধ, এতে কোনো বিরোধ নেই।

দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যুল-হিজ্জার দশ তারিখ পাথর মারার পর হাজীরা ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতে পারেন। কিন্তু যদি রাত হয়ে যায় আর তওয়াফে জিয়ারত করতে না পারেন, তাহলে ইহরাম পরে তাওয়াফ-ই-যিয়ারাত করবেন আর তারপর ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারবেন।[2]

দ্রষ্টব্য: (কেউ যদি মাগরিবের পর পুনরায় ইহরাম না বেঁধে আর সাধারণ পোশাকে তাওয়াফে জিয়ারত করেন, তবে কিছু আলেম এটাকে জায়েজ বলেছেন, কারণ

---

11 শায়খ বিন বাজ) (ফাতাওয়া ইবনে বায: ২৫/২৩৩, বুখারি: ১৭৫৪, মুসলিম: ১১৮৯

22 আলবানির হাজ্জাতুন নাবী: ১/৭৮, আবুদাউদ: ১৯৯৯, বুখারি: ৫৯৩০, মুসলিম: ১১৮৯

পুনরায় ইহরাম বাঁধা বাধ্যতামূলক বা ফরজ নয়)। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

১১, ১২, ১৩ যুল-হিজ্জা

২১। আইয়ামে তাশরিক (১১, ১২, ১২ যুল-হিজ্জাহ)-এর রাতগুলো মিনায় কাটাবেন আর এই দিনগুলিতে দুপুরের পরে জামারায়ে ঊলা, জামারায়ে উসত্বা আর জামারায়ে উকবাতে যথাক্রমে পাথর মারবেন।[1]

২২। জামারায়ে ঊলা আর জামারায়ে উসত্বায় আল্লাহু আকবার বলে পাথর নিক্ষেপের পর কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দুআ করা উচিত। তবে জামারায়ে উক্ববায় পাথর নিক্ষেপ করা দুআ না করেই ফিরে যেতে হবে।[2]
*যদি হজ্জযাত্রী গণনা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যান, তাহলে যে সংখ্যায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হবে, তার উপর নির্ভর করে বাকি গণনা সম্পূর্ণ করবেন।
২৩। মিনায় অবস্থানকালে সম্ভব হলে মক্কায় গিয়ে প্রতিদিন তাওয়াফ করবেন। (শুধুমাত্র তাওয়াফ করবেন, সায়ী করবেন না) মসজিদে খাইফে জামাতে নামায আদায় করবেন। (মসজিদে খাইফে ৭০জন নবী সালাত আদায় করেছেন) (যিয়া মাক্বদিসির "আল-মুখতারা", সূত্র সহি)।

---

[1] আবুদাউদ: ১৯৭৩

[2] নাসায়ী: ৩০৮৩, হাদিসটা সহি

বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ পড়া উচিত। বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করা বাঞ্ছনীয়। বেশিবেশি দুআ করার চেষ্টা করতে হবে।[1]

২৪। যদি কেউ মিনা থেকে ১২ই যুল-হিজ্জায় ফিরতে চান, তাহলে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করবেন আর মিনা থেকে বের হওয়ার আগেই সূর্যাস্ত হয়ে গেলে ১৩ তারিখে দুপুরের পর রামি করে ফিরবেন।[2]

তওয়াফে বেদা' (বিদায়ী তওয়াফ)

২৫। বাড়ির জন্য বের হওয়ার আগে মক্কা গিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন।[3]

(প্রথম অভিমত) কিছু হাজী হজ্জের পর জেদ্দা বা অন্যান্য স্থান যায়। তাদের বিদায়ী তাওয়াফ করে কোথাও যাওয়া উচিত। আবার বাড়ি যাওয়ার সময় পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করবেন। (শায়খ আনিসুর রহমান আ'জামি)
(দ্বিতীয় অভিমত) শায়খ ওয়াসিউল্লাহ আব্বাসের মতে, যদি কেউ জেদ্দায় যাচ্ছেন আর তার পক্ষে অবশ্যই ফিরে আসা সম্ভব, তাহলে তিনি জেদ্দা থেকে ফেরার পর

[1] সূরা বাকারা: ২০৩
[2] সূরা বাকারা: ২০৩
[3] মুসলিম: ১৩২৭

আর নিশ্চিতভাবে সেখান থেকে প্রস্থান করার আগে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। বিদায়ী তওয়াফের শর্ত হলো, হজ্জ পালনের পর মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় এটা শেষ ও বিদায়ী কাজ হবে। পরিভাষায় একে "নাফার" বলা হয়, যার অর্থ নিশ্চিতভাবে বেরিয়ে আসা। (জেদ্দা যাওয়াকে নিশ্চিত বিদায় বলা যাবে না)

দ্রষ্টব্য: মাসিক আর নিফাসের অবস্থায় মহিলারা বিদায়ী তাওয়াফ করবেন না, কারণ তাঁদের এব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: যদি তওয়াফে জিয়ারত বাড়ি ফেরার আগের মুহূর্তে করেন, তাহলে তাতে বিদায়ী তওয়াফের নিয়তও যোগ করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: হজ্জের গ্রহণীয়তার জন্য মদিনা যাওয়া জরুরি নয়। তবে আমি হজ্জযাত্রীদের মদিনা যেতে বলি, যেন তাঁরা মদিনার যিয়ারত ও তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন। তবে যাঁরা মনে করেন যে, হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য মদিনা যাওয়া বাধ্যতামূলক, তাঁদের ধারণ ভুল। আর এর পক্ষে কোনো দলিল নেই।

এই পদ্ধতিতে হজ্জ করলে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে হজ্জ সম্পন্ন হবে, ইন-শা-আল্লাহ।

মদীনা তাইয়্যেবার শুভযাত্রা

মসজিদে নবাবিতে এক নামাজের সওয়াব এক হাজার নামাজের সমান আর মসজিদুল হারামে এক নামাজের

সওয়াব এক লাখ নামাজের সমান। আর আকসা মসজিদে এক নামাজের সওয়াব ২৫০ নামাজের সমান।[1]

হাজী মদিনা তাইয়্যেবা ভ্রমণ করতে চান, তবে তিনি যেন মসজিদে নাবাবি পরিদর্শন করার নিয়ত করেন। মদিনা তাইয়্যেবা পৌঁছে নিম্নলিখিত যিয়ারতগুলো তাঁর জন্য অনুমোদিত:

১। মসজিদে নাবাবির জিয়ারত:

দুআ পড়ে মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করুন আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ুন।[2]
তবে রিয়াজ আল-জান্নাতে দুই রাকাত নফল পড়া উত্তম। (রিয়াজুল জান্নাহ্ জান্নাতের একটি কিয়ারী, যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেম্বার ও ঘরের মধ্যবর্তী অংশ)[3]

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত:

হজ্জযাত্রী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে সন্তর্পণে যাবেন, অত্যন্ত ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে নিচুস্বরে সালাম বলবেন আর দুরূদ পাঠ করবেন। তারপর তিনি আবুবাক্‌র ও উমার (রা.)-এর কবরের পাশে গিয়ে সালাম বলবেন।[4]

---

1 বুখারি: ১১৯০
2 বুখারি: ৪৪৪

3 বুখারি: ১১৯৫
44 মুওয়াত্তা মালিক: ৩৯৭

মদিনা তাইয়েবার কবরস্থানের প্রকৃত নাম "বাকীউ'ল গারকাদ"। তাকে জান্নাতুল বাকী' বলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। "বাকী'উল গারকাদের সমাধীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই জান্নাতি", এরও কোনো প্রমাণ নেই।

৩। বাকীউল গারকাদের জিয়ারত:

এটা মদিনার কবরস্থান। এখানে হাজী গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আর সমস্ত মু'মিনের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তাঁদের উচ্চ মর্যাদা কামনা করবেন। এখানে প্রবেশ করার সময় এই দুআ পড়বেন:

"السّلامُ عليكم أهلَ الدِّيارِ مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنّا إن شاءَ اللّهُ بِكم للاحقونَ، أنتُم لنا فرَطٌ ونحنُ لكم تبعٌ، أسألُ اللّهَ لنا ولكم العافية "

৪। উহুদের শহিদদের জিয়ারত:

হাজী উহুদের শহিদদের কবরস্থানের পাশে যাবেন আর তাঁদের উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করবেন। এখানেও বাকীউল গারকাদে পাঠ্য দুআটি পড়া সুন্নাত।[1]

৫। মসজিদে কুবার জিয়ারত:

হাজী অযু করে মসজিদে কুবায় যাবেন আর সেখানে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবেন, যার সওয়াব এক উমরার সমপরিমাণ।[2]

---

[1] তিরমিযি: ১০৫৪

[2] মুসনাদে আহমাদ: ১৫৯৮১, সহি

দ্রষ্টব্য: শনিবারের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত মসজিদে কুবা যেতেন। সুতরাং হাজী যদি শনিবারে সেখানে যান, তাহলে ওই সুন্নাতের নেকিও পাওয়া যাবে, ইন শা- আল্লাহ্।

মদিনা তাইয়্যেবাতে অবস্থানকালে মসজিদে নবাবিতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা কোনো সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামও এরূপ আমল করেননি। বরং যতগুলো নামায পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, সেটাই সৌভাগ্য। মনে রাখবেন, হজ্জ ও উমরার সঙ্গে এইসব নামাযের কোনো সম্পর্ক নেই। এবিষয়ে উপস্থাপিত হাদিসটি দুর্বল। অথচ এই দুর্বল হাদিসের বিপরীত এমন সহিহ হাদিস রয়েছে, যাতে কোনো স্থান, এলাকা বা মসজিদ উল্লেখ করা হয়নি এবং এতে চল্লিশটি নামাযের পরিবর্তে চল্লিশ দিন নামাযের কথা বলা হয়েছে। হাদিসের অনুবাদ নিম্নরূপ: (যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত সকল নামায জামাতে তাকবীরে ঊলা সহকারে আদায় করে, তার জন্য দুটি জিনিস থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হয়: (ক) জাহান্নামের আগুন ও (খ) কপটতা।[1]

[1] তিরমিযি: ২৪১

ASKISLAMPEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION
Free Online Islamic Encyclopedia

www.abmqurannotes.com| www.askislampedia.com| www.askmadanicom

SHAIKH ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah
Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A
Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad, TS,INDIA
+91 92906 21633 (WhatsApp only)